দৈনিক খবর

তারিখ 08 DEC 1987 পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

2

হোমিওপ্যাথি শিক্ষা প্রসঙ্গে

।। সালাউদ্দিন আহমেদ ।।

জটিল, পুরাতন ও সর্বরোগের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি ব্যবহার করে জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। অধিক ফলদায়ক ও অল্প খরচে চিকিৎসা সুযোগ থাকায় দেশের মোট জনসংখ্যার ২৯ ভাগ মানুষ এই পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। অথচ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী অর্থ সাহায্য ও সহযোগিতার অভাবে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারছে না।

ব্যাধি জর্জরিত ও গরীব অসহায় মানুষের রোগমুক্তিতে হোমিওপ্যাথি প্রাচীনকাল থেকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়ে চলেছে। আমেরিকা, বৃটেন, জাপান, জার্মান, সোভিয়েত রাশিয়া, পাকিস্তান ও প্রতিবেশী ভারতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্রে সরকারীভাবে ফি-বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। অল্প খরচে অধিক ফলদায়ক বলে হোমিও চিকিৎসায় জটিল পুরাতন ও সার্জিকেল অপারেশনে সাফল্যজনক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত ১৯টি হোমিও মেডিকেল কলেজে অন্তহীন সমস্যায় ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করছে। লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, সার্জিকেল বিভাগ ও বোটানিক্যাল গার্ডেন আবশ্যকীয় হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর বালাই নেই।

দিনাজপুর হোমিও মেডিকেল কলেজ ও কলেজ সংলগ্ন হাসপাতাল ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের টাকায় চলছে। প্রায় সাড়ে তিনশ' ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মাত্র একটি ৩ কামরার দ্বি-তল ভবনে কোন রকমে ক্লাস চলে। ৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা পালা করে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করে। আসন কম থাকায় অনেক উৎসাহীকে ভর্তি করা সম্ভব হয় না। লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, বোটানিক্যাল গার্ডেন, সার্জিক্যাল বিভাগ কোনটাই এখানে নেই। ফলে হাতে-কলমে শিক্ষা বিঘ্ন ঘটছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে সেখানে ভাড়াটে বাড়ীতে ক্লাস চলার পর অবশেষে ৮৩ সালে সুইহারী এলাকায় খাস জমির উপর নিজস্ব ভবন তুলে কলেজটি স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠা পায়। তৎকালীন পৌর চেয়ারম্যান জনাব মহসীন আলীর পৃষ্ঠপোষকতায় এটা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে। কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালটিতে দূর-দূরান্ত থেকে রোগী এসে চিকিৎসা নিচ্ছে।

একটি পরিসংখ্যান রিপোর্ট অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ২৯ ভাগ হোমিওপ্যাথি, ২২ ভাগ এলোপ্যাথি, ৬ ভাগ আয়ুর্বেদীয় ও ৫৫ ভাগ টোটকা, ঝাড়ফুক, পানি পড়া খেয়ে রোগ সারার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। এলোপ্যাথিতে চিকিৎসকের ফি'র হার খুব বেশী।

এ প্রসঙ্গে দিনাজপুর হোমিও মেডিকেল কলেজ ছাত্র ঐক্য পরিষদ গত ১৫ই সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সম্পাদক আজহারুল আজাদ জুয়েল, কলেজ অধ্যক্ষ মোকাররম হোসেন উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর ও তাদের ৮ দফা দাবী বর্ণনা দেন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দিনাজপুরে ডিগ্রী কোচ চালু, ইন্টার্নী শিক্ষানবীশদের সরকারীভাবে ভাতা, পাবলিক সার্ভিস কমিশনে চাকরি, প্রতিটি উপজেলায় হাসপাতাল নির্মাণ ও হোমিও কলেজসমূহ জাতীয়করণ করার দাবী জানানো হয়। অন্যথায় আন্দোলন করে দাবী আদায়ের কর্মসূচী দেয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।